নারীদের ক্ষমতায়ন (Empowerment of Women)

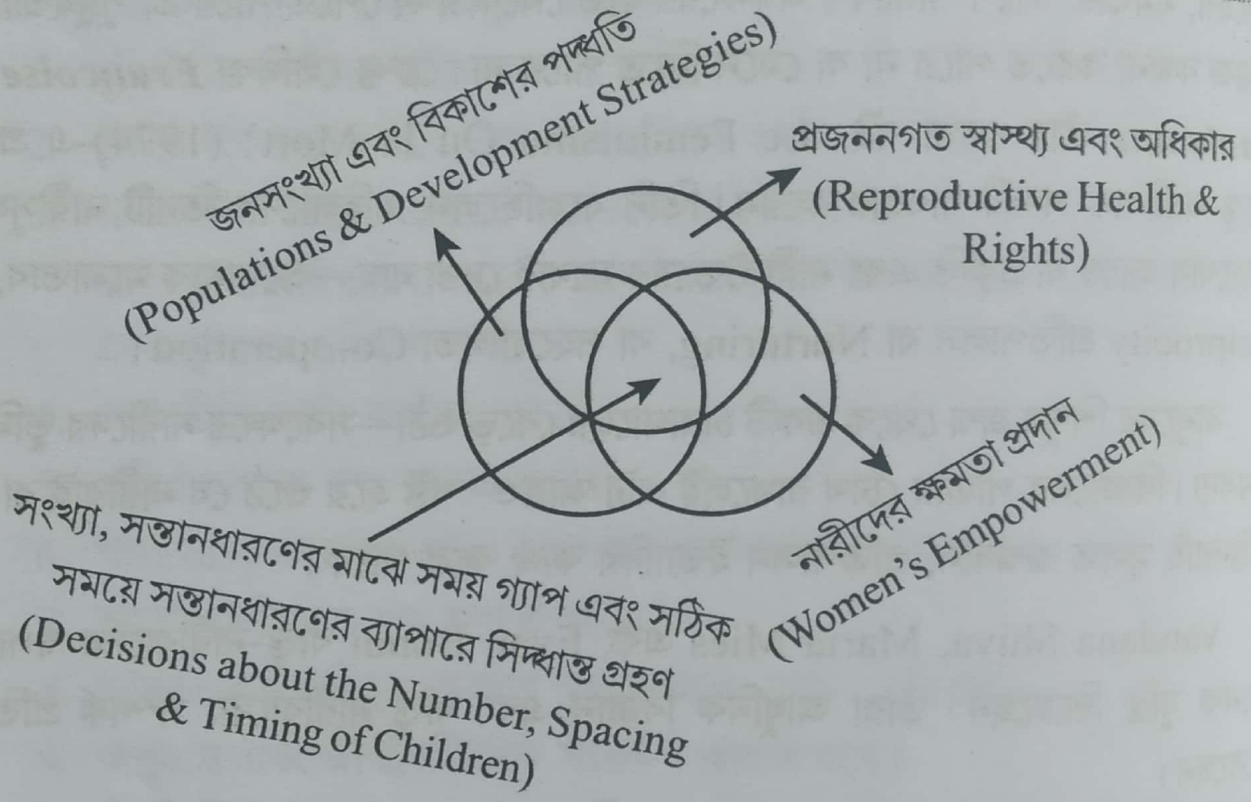

Women Empowerment-এর অর্থ হল মহিলাদের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে নির্ভিকভাবে প্রতিটি নারী নিজের, নিজের পরিবারের এবং সমাজের জন্য স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তার উপর কেউ কোনো কিছু চাপিয়ে দেবে না।

Women Empowerment-এর অর্থ হল প্রতিটি নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত অবস্থার উন্নতিসাধন। প্রতিটি নারী সমান অধিকার ভোগ করবে, প্রতিটি নারী আত্মবিশ্বাসী হবে এবং নিম্নলিখিত অধিকারগুলি নির্ভিকভাবে দাবি করবে—

1. আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মানের সঙ্গে প্রতিটি পদক্ষেপ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার দাবি।
2. স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার দাবি।

Scanned with CamScanner

3. নিজেদের গৃহ এবং কাজের জায়গায় নিজের জীবন নিজে নিয়ন্ত্রণ করার দাবি।
4. নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাজ করার দাবি।
5. নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার দাবি।
6. সবরকম আর্থিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করার দাবি।
7. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সবরকম সুবিধা ভোগ করার দাবি।
8. ন্যায়বিচার পাওয়ার দাবি।
9. সমাজে পুরুষের মতো সমান অধিকার ভোগ করার দাবি।
10. সামাজিক, ধর্মীয় এবং জনসাধারণের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে এবং অনুষ্ঠানে সমানভাবে পুরুষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অংশগ্রহণ করার দাবি।
11. শিক্ষায় সমান সুযোগ ও সমান অধিকার পাওয়ার দাবি।
12. চাকরি করার সমান সুযোগের দাবি।
13. চাকরি ক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশের দাবি।
14. পরিবার পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দাবি।

Scanned with CamScanner

❑ ৫.৪.২ নারীদের ক্ষমতা ও পরিবেশ শিক্ষার সম্পর্ক (Related to Empowerment of women and Environmental Education) :

পরিবেশ শুধু প্রাকৃতিক উপাদানের সমষ্টি নয়। পরিবেশের একটি সামাজিক ব্যাপ্তি আছে। নারী ও পুরুষ হল মানব সমাজের প্রাথমিক উপাদান। নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব সমাজে সর্বস্তরে সর্বকালে অনুভূত হলেও, মাঝে মাঝেই নারী বৈষম্য ও অবিচারের শিকার হয়েছে। পরিবেশগতভাবে নারীর মর্যাদা, সম্মান ও গুরুত্ব রক্ষা একান্ত দরকার। কারণ—

(i) শিশুকে গর্ভে ধারণ করা ও জন্ম দেওয়ার শারীরবৃত্তীয় অধিকার প্রকৃতি একমাত্র নারীর হাতেই সমর্পণ করেছে। বিজ্ঞানের শত উন্নতি সত্ত্বেও পুরুষ এই প্রাকৃতিক অধিকার কোনো দিনই পাবে না। তাই সুস্থ শিশু, যে আগামী দিনের নাগরিক

Scanned with CamScanner

তাকে জন্ম দেওয়া, গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিকভাবে পুষ্টি জোগান দেওয়া এবং জন্মের পরে তাকে ধীরে ধীরে শিক্ষিত করে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব মায়ের।

(ii) নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার শিশুর মধ্যে শিক্ষার স্বাভাবিক প্রবণতা বৃদ্ধি করে। জাতীয় চরিত্র গঠনের বীজ বপন করে।

(iii) সুস্থ, সবল, সামাজিকভাবে সচেতন মা সর্বদা শিশু মৃত্যুর হার কমায়। শিশুকে অপুষ্টি ও সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। সন্তানের সংখ্যা সীমিত রাখতে উদ্যোগী হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করে ও তার সন্তানের মধ্যে ভালো-মন্দের ধারণা গড়ে দেয়। সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে সুনাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে চেতনার বিকাশ ঘটায়।

(iv) শিক্ষিত এবং সচেতন নারী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মাদকাশক্তি কমাতে পারে। ফলে শুধু যে পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যই সুরক্ষিত থাকে, তাই নয়, সেই সঙ্গে কষ্টার্জিত উপার্জনের সাশ্রয় হয়। সঞ্চয় বাড়ে এবং পরিবারের শান্তি সুনিশ্চিত হয়।

(v) দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করতে পারে সচেতন নারী।

ভারতীয় সামাজিক পরিবেশকে আরও গতিশীল করার জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন—

(a) ১৮১৮ সালে রামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

(b) ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিষিদ্ধ করেন।

(c) ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তিত করেন।

(d) ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতিসূচক আইন পাশ করা হয়।

(e) ১৯২০ সালে মাদ্রাজ প্রদেশে ভারতীয় নারীরা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করেন।

(f) ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য সারদা আইন পাশ করা হয়।

(g) ১৯৬১ সালে পণ প্রতিষেধক আইন পাশ করা হয়।

(h) ১৯৭১ সালে মায়েদের অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মেডিক্যাল টারমিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি আইন পাশ করা হয়।

(i) ১৯৯৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী সুপ্রিম কোর্ট নাবালক সন্তানের ওপর অভিভাবকত্বের অধিকার স্বীকার করেন।

(j) ২০০৬ সালে সংসদের বাদল অধিবেশনে 'পরিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন, ২০০৫' পাশ করা হয়েছে। ভারতীয় দন্ডবিধি ৪৯৮ (-এ) ধারার থেকে কয়েক গুণ এগিয়ে আছে এই আইন। আশা করা যায়, এই আইনের কল্যাণে লাঞ্ছিত নারী সুবিচার পাবেন।

Scanned with CamScanner

প্রসঙ্গত আর্ন্তজাতিক স্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত কয়েকটি পদক্ষেপ হল—

(i) ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ডের মহিলারা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করেন।

(ii) ১৯১৪ সালের ৮ মার্চ প্রথম বিশ্ব নারী দিবস পালিত হয়।

(iii) ১৯১৮ ও ১৯২০ সালে যথাক্রমে ব্রিটেনে এবং আমেরিকায় মহিলারা ভোটাধিকার লাভ করেন।

■ **নারীর ক্ষমতায়নে ভারত সরকারের কিছু গুরুত্ব প্রকল্প :**

যে-কোনো দেশের জাতীয় উন্নয়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বিভিন্ন স্থানে সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ভারত-সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনাগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল—

(A) মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (MGNREGA) :

গ্রামের যেসব মানুষেরা কায়িক পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক এবং যাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে কাজ নেই তাদের জন্য এই MGNREGA গ্যারান্টির মাধ্যমে 100 দিনের কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন।

MGNREGA workers : Building the Nation

- এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিধবা, পরিত্যক্ত এবং অভিভাবকহীন মহিলাদের ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা হয়েছে।

SHOT ON REDMI 7

Scanned with CamScanner

- এই প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভবতী, মাতৃদুগ্ধ দানকারী মায়েদের বছরে অন্তত ৮ মাস কাজের সুযোগ হয়েছে।
- ICDS প্রকল্পের সাহায্যে MGNREGA প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের বিভিন্ন পরিসেবা প্রদান করা হয়। যেমন— পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ; ক্রেশের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাহায্য।

(B) জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM) :

গ্রামে বিভিন্ন এলাকায় ১০-১২ জন মহিলাদের নিয়ে একটি 'স্বনির্ভর গোষ্ঠী' গঠন করা হয়। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে গ্রামের মহিলাদের বিভিন্ন ঋণগ্রহণ এবং বিভিন্ন আত্মনির্ভরশীল কাজে তাদেরকে উৎসাহিত করে।

A young SHG member engrossed in the job
চিত্র : স্বনির্ভর প্রকল্প

(C) ইন্দিরা আবাস যোজনা :

এই আবাস যোজনার মাধ্যমে গ্রামের যেসব মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে তাদের গৃহ নির্মাণে সাহায্য করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় যেসব গৃহ নির্মাণ করা হয় সেই গৃহগুলি নথিভুক্ত হয় গৃহকর্তার নামে।

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA
Scanned with CamScanner

নারীশক্তির উত্থান
(Empowerment of Women)

লিঙ্গ নিরপেক্ষতা ও লিঙ্গগত সাম্যের গুরুত্ব
(Gender Equity and Equality Importance)

লিঙ্গ নিরপেক্ষতা ও লিঙ্গ সাম্যের আলোচনায় দেখা গেল জীবনের সবক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমসুযোগ, সমানাধিকার, সমান ফলাফল ও সমান বাধা উপভোগ করতে পারে যে সমাজে সেই সমাজ অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীল। নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যতা বর্তমান থাকলে উভয়েই সমানভাবে অংশীদার হতে সক্ষম হবে শক্তি ও প্রভাবের বিভাজনে সামিল হয়ে কাজের মাধ্যমে অথবা ব্যাবসা পত্তনের মাধ্যমে আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য সমসুযোগ ব্যবহার করে এবং শিক্ষা ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সমানাধিকারের সত্ত্ব অর্জন করে। লিঙ্গাগত সাম্যতা অর্জনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল নারীশক্তির জাগরণ, যা ভারসাম্যহীন শক্তির চিহ্নিতকরণ ও পুনর্মুক্তির দ্বারা নারীকে নিজের ভাগ্য জয় করবার স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রদান করে। নারীশক্তির জাগরণ, স্থিতিশীল উন্নয়ন ও সকলের জন্য মানবাধিকারের উপলব্ধি উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

নারীশক্তির জাগরণ (Empowerment of Women)

নারীশক্তির জাগরণের অর্থ হল নারীজাতির নিজ জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ ও শক্তির অর্জন। সচেতনতা বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা, পছন্দের প্রসার, সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে উন্নতি এবং লিঙ্গ বৈষম্য ও বিভেদকে প্ররোচনা দেয় এমন সামাজিক সংগঠন ও সংস্থার রূপান্তরে ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি নারীশক্তির জাগরণের অন্তর্গত বিষয়। লক্ষ্যের মতো নারীশক্তির জাগরণের প্রক্রিয়াটিও গুরুত্বপূর্ণ। শক্তির জাগরণ প্রকৃতপক্ষে অন্তবর্তী প্রক্রিয়া কারণ নারীজাতি নিজেরাই নিজেদের শক্তিশালী করে তুলতে পারে। নারীশক্তিকে জাগরিত করে তোলবার উদ্দেশ্যে সহায়তা দান প্রকৃতপক্ষে নারীজাতির চাহিদা ও প্রাধান্যকে গতিশীল করে এবং নারী জাতির স্বার্থ ও প্রয়োজনগুলিকে উন্নত করবার কাজে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। নারীজাতির জাগরণ সেকারণে শূন্যস্থানে ঘটতে পারে না। অর্থাৎ পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষজাতি প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন আনতে বাধ্য যার দ্বারা নারীশক্তির জাগরণ সম্ভব হয়। নারীশক্তির বৃদ্ধির কৌশলে নারীশক্তির জাগরণের অর্থ কোনোভাবেই পুরুষের উপর শক্তি বিস্তার করা অথবা পুরুষশাসিত সমাজকে পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীশাসিত সমাজের প্রতিষ্ঠা নয়, বরং রাষ্ট্রের সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে মাথায় রেখে বিকল্প হিসাবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কার্যক্ষমতা ব্যবহারের উপর দৃষ্টিদান করাই প্রকৃত লক্ষ্য।

Scanned with CamScanner

জীবনযাত্রার গুণমান (Quality of Life)

ভারতের নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি দরিদ্র, অপুষ্টি ও নিরক্ষরতার শিকার। পুরুষদের তুলনায় এদের সাধারণত চিকিৎসাকেন্দ্রে, সম্পত্তি মালিকানায়, ঋণগ্রহণে, প্রশিক্ষণকেন্দ্রে এবং কর্মসংস্থানে কম দেখতে পাওয়া যায় । আবার রাজনৈতিক সক্রিয়তা নারীদের মধ্যে যেমন কম দেখা যায় তেমনি নারীরা গৃহাভ্যন্তরে সবচেয়ে বেশি অত্যাচারের শিকার। নারীশক্তির জাগরণ ও লিঙ্গাগত সাম্যতার মূলগত ভিত্তি হল নারীর প্রজনন ক্ষমতার অধিকার। আর এই অধিকার তার নিজেরই হওয়া উচিত বলে মনে করা হয়। যখন নারী তার পরিবার গঠনের পরিকল্পনা করতে সক্ষম হবে তখন সে তার নিজের জীবনের বাকিটুকুও সঠিক পরিকল্পনা করতে পারবে। নারীর উৎপাদনশীলতা তার স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। নারীর মর্যাদা নিম্নমানের হলে পরিবারের আকার বৃহৎ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় যা পরিবারগুলিকে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করে তোলে। জনসংখ্যা ও বিকাশ এবং প্রজননকালীন স্বাস্থ্য কার্যক্রমগুলি অনেক বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যখন শিক্ষার সুযোগ, মর্যাদা ও নারীশক্তির জাগরণ একত্রে উপলব্ধ হয়। নারীর এই জাগরণে সমস্ত পরিবার উপকৃত হয়, যার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে শামিল হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে নারী-পুরুষের সমাজে যে যে ভূমিকা নির্দিষ্ট হয় তার কোনোটাই জীবগতভাবে স্থিরীকৃত হয় না। এগুলি সমাজগত ভাবে স্থির করা হয়ে থাকে বলে সর্বদাই পরিবর্তনশীল অথবা পরিবর্তনীয়। যদিও কখনো-কখনো এই ভূমিকাগুলি সংস্কৃতি অথবা ধর্ম দ্বারা সমর্থিত অথবা প্রার্থিত হতে পারে। স্থান ও কালভেদে ব্যাপকহারে পরিবর্তিত হয়। নারীসমস্যা সম্পর্কে পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে জেনে রাখা ভালো যে নারীজাতি প্রকৃতপক্ষে একটি বিভেদিত গোষ্ঠী যার ফলে তাদের ভূমিকা, বৈশিষ্ট্য, বয়স, সামাজিক মর্যাদা, গ্রাম অথবা শহরাঞ্চলের পরিস্থিতির সাথে পরিচিতি এবং শিক্ষাগত সাফল্য ইত্যাদি সবকিছুই ভিন্ন। যদিও নারীজাতির মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে অনুরাগ বা কৌতূহল সাধারণের মতোই, তাদের জীবনের রং এবং জীবনের সহায়ক পছন্দগুলি ব্যাপকভাবে আলাদা হতে পারে।

উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার সাফল্য (Success of Developmental Efforts)

লিঙ্গাগত সাম্যতা সর্বপ্রথমে একটি মানবাধিকারের বিষয়। নারী জাতি নিজ চাহিদা অনুসারে ভয়হীন ভাবে স্বতন্ত্র ও মর্যাদাপূর্ণভাবে জীবনধারণ করবার অধিকারী। নারীশক্তির জাগরণ উন্নয়নের অগ্রগতি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এমনই একটি অপরিহার্য উপায়। জাগ্রত নারীশক্তি স্বাস্থ্য ও সমগ্র পরিবারের উৎপাদনশীলতায় অংশগ্রহণ করে। তবুও নারী ও কন্যাসন্তানের বিরুদ্ধে বৈষম্য, লিঙ্গভিত্তিক অত্যাচার, আর্থিক বৈষম্য, প্রজননকালীন স্বাস্থ্য অসাম্য ও ক্ষতিকারক পরম্পরাগত রীতিসমূহ সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ও স্থিতিশীল অসাম্যতার রূপ হিসাবে বর্তমান রয়ে গেছে।

উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে হলে যে সকল বিষয়গুলির উপর জোর দিতে হবে তা পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল—

Scanned with CamScanner

(1) ***প্রজননকালীন স্বাস্থ্য (Reproductive health)***: শারীরবৃত্তীয় ও সামাজিক উভয় প্রকার কারণের জন্যই নারীজাতি পুরুষের তুলনায় অধিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রবণ। নারীজাতির প্রজননকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য জ্ঞাপন, উপযুক্ত পরিসেবা ও পরিস্থিতি অনুকূল রাখতে আমরা ব্যর্থ। সুতরাং এই ব্যর্থতার কারণে লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য দেখা দেয় ও নারীর স্বাস্থ্য ও জীবনের অধিকারকে অবহেলিত করে রাখা হয়।

(2) ***প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা (Stewardship of Natural Resources)***: উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পানীয় জল, খাদ্য, জ্বালানি প্রভৃতি সংগ্রহের দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে নারীজাতির উপর এবং পরিবারের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দেখভালের গুরুদায়িত্বও তাদের উপরই থাকে। অতএব পুষ্টি, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ সম্পর্কে যা কিছু শেখে তার পুরোপুরি তারা অবিলম্বে প্রয়োগের প্রবণতা দেখায়।

(3) ***অর্থনৈতিক শক্তির উত্থান (Economic Empowerment)***: পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি নারী দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। আংশিক ভাবে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য লক্ষ করা যায় যেহেতু গোষ্ঠী ও পরিবারের অধিকাংশ বিনা পারিশ্রমিকে কাজের সিংহভাগ নারীজাতির উপর ন্যস্ত হয় এবং তারা অর্থনৈতিক বৃত্তে সবচেয়ে বেশি আর্থিক দুর্গতির শিকার হয়।

(4) ***শিক্ষার দ্বারা শক্তির উত্থান (Educational Empowerment)***: নিরক্ষর পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দুই তৃতীয়াংশ হল নারী। দেখা গেছে, নিম্ন শিশু মৃত্যুহার ও নিম্ন প্রজনন হারের সাথে উচ্চস্তরীয় নারীশিক্ষার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। উপরন্তু উচ্চস্তরীয় নারীশিক্ষার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট অর্থনৈতিক সুযোগ অনেক বেশি থাকে।

(5) ***রাজনৈতিক শক্তির উত্থান (Political Empowerment)***: সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও পর্যন্ত সকলেই নারীর মৌলিক ও মানবিক আইনসংগত অধিকার স্বীকার করে না, ফলে নারীর সাম্যতা এখনও পর্যন্ত অধরা রয়ে গেছে। এ ছাড়া নারীর সম্পত্তি ও ভূমির অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও আয়ের উৎসের প্রাপ্তি নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের দ্বারা সম্ভব হতে পারে।

(6) ***সম্পূর্ণ জীবনচক্র জুড়ে শক্তির উত্থান (Empowerment throughout the life cycle)*** : শিশু অবস্থা থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত সমস্ত মানুষের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রজননকালীন স্বাস্থ্য একটি জীবনকাল ব্যাপী চিন্তার বিষয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে তদনুরূপ পরিবর্তন করতে হবে।

Scanned with CamScanner

ভারতীয় সমাজে নারীর সাম্প্রতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে গেলে আমাদের যে কৌশল অবলম্বন করতে হবে সেগুলি হল,

(i) শিশুকন্যা থেকে শুরু করে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

(ii) শিশুকন্যার জন্য উন্নত স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যবস্থা করা

(iii) লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণের জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকদের উপযুক্ত শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি

(iv) বিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং জনমাধ্যম দ্বারা নারীর আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি

(v) উপযুক্ত ধনাত্মক উদাহরণ পেশ এবং অনুকরণযোগ্য নারীদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ

(vi) চাকুরি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ

(vii) বৃহত্তর সমাজে লিঙ্গবৈষম্যের প্রতি সর্বাঙ্গীণ সচেতনতা

(viii) পরিবারে গৃহদায়িত্ব পুরুষ ও নারীর সমান ভাগ করে নেওয়া

(ix) মহিলাদের প্রতি দুর্ব্যবহার বা শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে সমস্ত আইনের উপযুক্ত ও সম্যক প্রয়োগে কঠোরতা অবলম্বন।

Scanned with CamScanner